## উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রামীণ দারিদ্র্য

গ্রামীণ দারিদ্র্যের কারণগুলো জটিল এবং বহুমাত্রিক। তারা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, সংস্কৃতি, জলবায়ু, লিঙ্গ, বাজার এবং পাবলিক নীতি জড়িত। একইভাবে, গ্রামীণ দরিদ্ররা তাদের মুখোমুখি হওয়া সমস্যা এবং এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান উভয় ক্ষেত্রেই বেশ বৈচিত্র্যময়। এই পুস্তিকাটি গ্রামীণ দারিদ্র্য কীভাবে বিকশিত হয়, এর স্থায়িত্বের জন্য কী কারণ এবং এটি দূরীকরণ বা হ্রাস করার জন্য কী নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা পরীক্ষা করে।

বিস্তৃত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোতে জনসাধারণের বিনিয়োগ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। উপরন্তু, যেহেতু গ্রামীণ দরিদ্রদের অর্থনীতির সাথে যোগসূত্র যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়, তাই পাবলিক পলিসিকে তাদের জমি ও ঋণের অ্যাক্সেস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, সহায়তা পরিষেবা, এবং সুপরিকল্পিত পাবলিক ওয়ার্ক প্রোগ্রামের মাধ্যমে খাদ্যের অধিকারের মতো বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। স্থানান্তর প্রক্রিয়া।

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দারিদ্র্য দ্বারা আক্রান্ত —এই লোকেরা প্রতিদিন $1-এর কম আয় করে। দারিদ্র্য শুধুমাত্র অস্তিত্বের একটি অবস্থাই নয়, অনেক মাত্রা ও জটিলতা সহ একটি প্রক্রিয়াও। দারিদ্র্য স্থায়ী (দীর্ঘস্থায়ী) বা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দারিদ্র্য, যদি তীব্র হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে ফাঁদে ফেলতে পারে। দরিদ্ররা তাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং মোকাবেলা করার জন্য সমস্ত ধরণের কৌশল অবলম্বন করে।

দারিদ্র্য বোঝার জন্য, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, বাজার, সম্প্রদায় এবং পরিবারগুলি সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট পরীক্ষা করা অপরিহার্য। লিঙ্গ, জাতি, বয়স, অবস্থান (গ্রামীণ বনাম শহুরে), এবং আয়ের উত্স জুড়ে দারিদ্র্যের পার্থক্য। বাড়িতে, শিশু এবং মহিলারা প্রায়ই পুরুষদের তুলনায় বেশি ভোগেন। সম্প্রদায়ে, সংখ্যালঘু জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি এবং শহুরে দরিদ্রদের চেয়ে গ্রামীণ দরিদ্ররা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে, ভূমিহীন মজুরি শ্রমিকরা ক্ষুদ্র জমির মালিক বা ভাড়াটিয়াদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দরিদ্রদের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি সংস্কৃতি, বাজার এবং পাবলিক নীতিগুলির অত্যন্ত জটিল মিথস্ক্রিয়া প্রতিফলিত করে।

গ্রামীণ দারিদ্র্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের প্রায় 63 শতাংশের জন্য দায়ী, যা বাংলাদেশের মতো কিছু দেশে 90 শতাংশ এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় 65 থেকে 90 শতাংশের মধ্যে পৌঁছেছে। (এই প্যাটার্নের ব্যতিক্রম হল বেশ কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশ যেখানে দারিদ্র্য শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।) প্রায় সব দেশেই শর্ত-ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পানীয় জল এবং স্যানিটেশন, আবাসন, পরিবহন, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা - গ্রামীণ দরিদ্রদের মুখোমুখি শহুরে দরিদ্রদের তুলনায় অনেক খারাপ। সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে বা ছাড়াই গ্রামীণ দারিদ্র্যের ক্রমাগত উচ্চ মাত্রা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহরাঞ্চলে অভিবাসনে অবদান রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, অনেক শহুরে দারিদ্র্য তৈরি হয় গ্রামীণ দরিদ্রদের শহরে যাওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টার দ্বারা। বিকৃত সরকারী নীতি, যেমন কৃষি খাতকে শাস্তি দেওয়া এবং গ্রামীণ (সামাজিক ও ভৌত) অবকাঠামোকে উপেক্ষা করা, গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় দারিদ্র্যের প্রধান অবদানকারী।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাম্প্রতিক সাহিত্যে দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আয় বণ্টনের মধ্যে সংযোগগুলি বেশ ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। অন্তত দুটি শর্ত পূরণ হলে পরম দারিদ্র্য বিমোচন করা যেতে পারে:

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটতে হবে-অথবা গড় আয় অবশ্যই বাড়তে হবে-টেকসই ভিত্তিতে; এবং
- আয় বণ্টন বা আয় বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিরপেক্ষ হতে হবে।

সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি না ঘটলে দারিদ্র্য কমানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে, জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্রমাগত দারিদ্র্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও, আয়ের প্রাথমিক বন্টন (এবং সম্পদ) ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি এবং ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে। যথেষ্ট প্রমাণ দেখায় যে আয়ের একটি অত্যন্ত অসম বন্টন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য

সহায়ক নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে যদি দেশগুলি প্রণোদনামূলক কাঠামো এবং পরিপূরক বিনিয়োগ করে যাতে ভাল স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা উচ্চ আয়ের দিকে পরিচালিত করে তবে দরিদ্ররা বর্তমান খরচ বৃদ্ধি এবং উচ্চ ভবিষ্যতের আয়ের মাধ্যমে দ্বিগুণ উপকৃত হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরণ এবং স্থিতিশীলতাও গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে, ঐতিহ্যগত পুঁজি-নিবিড়, আমদানি-প্রতিস্থাপন, এবং শহুরে-পক্ষপাতমূলক প্রবৃদ্ধি-মূল্য, বাণিজ্য, এবং সরকারী ব্যয় সম্পর্কিত সরকারী নীতি দ্বারা প্ররোচিত- সাধারণত দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করেনি। অন্যদিকে, কৃষি প্রবৃদ্ধি- যেখানে জমির মালিকানার ঘনত্ব কম এবং শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়- প্রায় সবসময়ই দারিদ্র্য কমাতে সাহায্য করেছে। পরিশেষে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তীক্ষ্ণ পতন — ধাক্কা এবং অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের ফলে — দারিদ্র্যের প্রকোপ বাড়াতে পারে। এমনকি যখন প্রবৃদ্ধি আবার শুরু হয়, সংকটের কারণে বৈষম্য আরও খারাপ হলে দারিদ্র্যের ঘটনা উন্নত নাও হতে পারে।

### গ্রামীণ দরিদ্র: তারা কারা?

গ্রামীণ দরিদ্ররা মূলত কৃষি, মাছ ধরা, বনায়ন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র শিল্প ও সেবার উপর নির্ভরশীল। দারিদ্র্য কীভাবে এই ব্যক্তি এবং পরিবারগুলিকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য এবং দারিদ্র্য নিরসনের জন্য নীতির বিকল্পগুলি বর্ণনা করার জন্য, আমাদের প্রথমে জানতে হবে গ্রামীণ দরিদ্র কারা।

গ্রামীণ দরিদ্ররা একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়। গ্রামীণ দরিদ্রদের শ্রেণিবিন্যাস করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল কৃষি জমিতে তাদের অ্যাক্সেসের ভিত্তিতে: *কৃষকদের* জমিতে ছোট জমির মালিক এবং ভাড়াটে হিসাবে অ্যাক্সেস রয়েছে এবং *অচাষীরা* ভূমিহীন, অদক্ষ শ্রমিক। তবে, এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেক কার্যকরী ওভারল্যাপ রয়েছে, যা অর্থনীতি এবং সমাজের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দরিদ্রদের দারিদ্র-প্রশমন কৌশলগুলিকে প্রতিফলিত করে।

**চাষীরা** , যারা উন্নয়নশীল দেশগুলির গ্রামীণ দরিদ্রদের সিংহভাগ গঠন করে, তারা সরাসরি শস্য ও গবাদি পশুর উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। যেহেতু এই পরিবারগুলি তাদের মালিকানাধীন বা চাষ করা জমির ছোট পার্সেলগুলিতে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে না, তাই তারা তাদের গ্রামের ভিতরে এবং বাইরে খামার এবং অ-কৃষি উভয় কাজের জন্য অন্যদের শ্রম সরবরাহ করে। এই পরিবারের কিছু সদস্য আবর্তিত বা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে শহর বা শহরে স্থানান্তরিত হয়। অনেক দেশে, ক্ষুদ্র জমির মালিক এবং ভাড়াটিয়া উভয়ই কৃষি খাত থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসার জন্য চাপের মধ্যে রয়েছে। "নিরাপদকরণের" এই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত হল বাজারের শক্তি এবং নীতিগুলি যা জমি, ভাড়া, দাম, ঋণ, ইনপুট এবং সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোতে জনসাধারণের বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে।

**অচাষকারীরা** সম্ভবত গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ক্ষতির কারণে তাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শ্রমিকরা কৃষি এবং গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক, ক্ষুদ্র শিল্প এবং পরিষেবাগুলিতে শ্রমের জন্য মৌসুমী চাহিদার উপর নির্ভর করে। ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমিকরা শ্রমের চাহিদা, মজুরির হার এবং খাদ্যের দামের ওঠানামার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। জনসাধারণের অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস লাভ করা ছোট জমির মালিক এবং ভাড়াটেদের চেয়েও বেশি কঠিন বলে মনে করেন তারা। উপরন্তু, শহরাঞ্চলে তাদের সমকক্ষদের থেকে ভিন্ন, তারা প্রায়ই সরকারী খাতের নিরাপত্তা জাল থেকে বাদ পড়ে (উদাহরণস্বরূপ খাদ্য রেশন)।

**গ্রামীণ নারীরা** গ্রামীণ পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ভোগে। বেশিরভাগ সমাজে তাদের দারিদ্র্য এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের একটি প্রধান অবদানকারী। অনেক দেশের যথেষ্ট প্রমাণ দেখায় যে নারীর চাহিদা এবং ক্ষমতায়নের উপর ফোকাস করা মানব উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি।

### গরীব নিজের কি করে?

গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য সৃষ্টি এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর এর প্রভাব বোঝার জন্য, আমাদের দরিদ্রদের মালিকানাধীন সম্পদ বা তাদের অ্যাক্সেস আছে এবং অর্থনীতির সাথে তাদের সংযোগগুলি দেখতে হবে। গ্রামীণ দরিদ্ররা যে অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হয় তা পারিবারিক, সম্প্রদায়

এবং সুপ্রা-সম্প্রদায়ের স্তরে ধারণ করা বিভিন্ন সম্পদ (এবং তাদের উপর আয়) দ্বারা প্রভাবিত হয়। দরিদ্রদের *ভৌত সম্পদের* মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক পুঁজি (ভূমি, চারণভূমি, বন এবং জলে ব্যক্তিগত এবং সাধারণ সম্পত্তির অধিকার), মেশিন এবং সরঞ্জাম এবং কাঠামো, গৃহপালিত প্রাণী এবং খাদ্যের মজুদ এবং আর্থিক মূলধন (গয়না, বীমা, সঞ্চয় এবং অ্যাক্সেস ক্রেডিট)।

তাদের *মানব সম্পদ* হল শ্রম পুল - পরিবার এবং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বয়স, লিঙ্গ, দক্ষতা এবং স্বাস্থ্যের কর্মী সমন্বিত। তাদের *অবকাঠামোগত সম্পদ* সরকারী এবং বেসরকারীভাবে সরবরাহ করা পরিবহন এবং যোগাযোগ, স্কুল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে অ্যাক্সেস, স্টোরেজ, পানীয় জল এবং স্যানিটেশন। তাদের *প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের* মধ্যে রয়েছে তাদের আইনত সুরক্ষিত অধিকার এবং স্বাধীনতা এবং পরিবার ও সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সুপ্রা-সম্প্রদায় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণের পরিমাণ। সম্পদের প্রথম দুটি বিভাগ মূলত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশির ভাগ গ্রামীণ মানুষ, বিশেষ করে নারী এবং যারা ভূমিহীন পরিবারে রয়েছে, তারা অপর্যাপ্ত সম্পদ এবং তাদের থেকে কম এবং অস্থির আয়ের কারণে ব্যাপকভাবে প্রতিবন্ধী।

গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে পার্থক্যগুলি আরও স্পষ্টভাবে তাদের অর্থনীতির লিঙ্কগুলিতে প্রতিফলিত হয়, যা নির্ধারণ করে কিভাবে তারা তাদের সম্পদ ব্যবহার করে এবং উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। গ্রামীণ দরিদ্র সকলেই ব্যবসায়িক এবং অ-ব্যবসায়যোগ্য পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদনে নিযুক্ত। কারিগর এবং অদক্ষ কর্মীরা অনেক অপ্রত্যাশিত পরিষেবা এবং কিছু অ-বাণিজ্যযোগ্য পণ্য (যেমন প্রধান খাদ্য) সরবরাহ করে যা ছোট চাষীরাও উত্পাদন করে। তবে শুধুমাত্র চাষীদের মালিকানা বা (শেয়ারফরপিং) ভাড়াটে জমির ছোট পার্সেলগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে। তারা দরিদ্র লোকদের একমাত্র দল যারা হাতিয়ার, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির মতো শারীরিক মূলধনের মালিক বা ভাড়া নেয়। কারিগর এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শুধুমাত্র সীমিত পরিমাণে ভৌত পুঁজি আছে। তাদের শুধুমাত্র আর্থিক পুঁজিতে সীমিত অ্যাক্সেস রয়েছে এবং এটি মূলত অনানুষ্ঠানিক এজেন্ট বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জন করে, ভাড়াটে ছাড়া, যারা তাদের বাড়িওয়ালাদেরকে আনুষ্ঠানিক ঋণের বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। ধার করা মূলধন প্রায়শই ব্যয়বহুল এবং কঠিন সময়ে ব্যবহার বজায় রাখতে বা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ এবং সরঞ্জাম কিনতে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর শ্রম উভয়ই পরিবারের মধ্যে ব্যবহার করা হয় - অবৈতনিক পরিবারের সদস্যদের দ্বারা করা কাজের জন্য - এবং ভূমিহীন, অদক্ষ শ্রমিকদের খামার এবং অ-খামার কার্যক্রমে প্রদত্ত মজুরি অর্জনের জন্য।

আবহাওয়া, স্বাস্থ্য, বাজার, বিনিয়োগ এবং পাবলিক নীতির পরিবর্তনের কারণে গ্রামীণ দরিদ্রদের সমস্ত গোষ্ঠী গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাদের সম্পদের দাম এবং পরিমাণে এবং তারা যা উত্পাদন করে তার ফলস্বরূপ ওঠানামা তাদের দারিদ্র্যকে আরও গভীর করতে পারে বা তাদের এ থেকে পালানোর সুযোগ দিতে পারে। প্রধান কারণ হল যে গ্রামীণ দরিদ্রদের আকস্মিক আর্থিক ধাক্কা শোষণ করার ক্ষমতা খুব কম। উপরন্তু, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্যের তীব্র বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং দরিদ্রদের জন্য এটি থেকে রক্ষা পাওয়া আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

### কিভাবে গ্রামীণ দারিদ্র্য তৈরি হয়

একটি দেশের অর্থনীতি এবং সমাজের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য, সেইসাথে কিছু বাহ্যিক প্রভাব গ্রামীণ দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং স্থায়ী করে:

- রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গৃহযুদ্ধ;
- লিঙ্গ, জাতি, জাতি, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে পদ্ধতিগত বৈষম্য;
- ভুল-সংজ্ঞায়িত সম্পত্তি অধিকার বা কৃষি জমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারের অন্যায্য প্রয়োগ;
- জমির মালিকানার উচ্চ ঘনত্ব এবং অপ্রতিসম প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা;
- দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ এবং ভাড়া চাওয়া পাবলিক আমলাতন্ত্র;
- অর্থনৈতিক নীতি যা উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে গ্রামীণ

- অর্থনৈতিক নীতি যা উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রতি বৈষম্য বা বাদ দেয় এবং অন্যান্য দারিদ্র সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়ার প্রভাবকে জোরদার করে;
- উচ্চ নির্ভরতা অনুপাত সহ বড় এবং দ্রুত বর্ধনশীল পরিবার;
- জমি এবং অন্যান্য সম্পদের উচ্চ ঘনত্ব এবং বিকৃত জননীতির কারণে বাজারের অপূর্ণতা; এবং
- প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্তন (উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তন) এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অবস্থার কারণে বাহ্যিক ধাক্কা।

জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির পক্ষপাত গ্রামীণ দরিদ্রদের উন্নয়নের সুবিধা থেকে বাদ দিয়ে এবং অন্যান্য দারিদ্র-সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রভাবকে জোরদার করে গ্রামীণ দারিদ্রে অবদান রাখতে পারে। নীতিগত পক্ষপাত যা সাধারণত গ্রামীণ দরিদ্রদের বিরুদ্ধে কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে:

- অবকাঠামো এবং নিরাপত্তা জালের বিধানের জন্য সরকারী বিনিয়োগে শহুরে পক্ষপাত;
- তথাকথিত সমর্থন মূল্য এবং একটি অতিমূল্যায়িত বিনিময় হারের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের অন্তর্নিহিত কর আরোপ;
- কৃষি রপ্তানি এবং আমদানি ভর্তুকি প্রত্যক্ষ কর আরোপ;
- মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তির জন্য ভর্তুকি;
- খাদ্য শস্যের চেয়ে রপ্তানি ফসলের পক্ষে; এবং
- জমির মালিকানা এবং প্রজাস্বত্বের অধিকার, সর্বজনীনভাবে প্রদান করা সম্প্রসারণ পরিষেবা এবং (ভর্তুকিযুক্ত) ক্রেডিট অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে বড় জমির মালিক এবং বাণিজ্যিক উৎপাদকদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব।

এই নীতিগুলি গ্রামীণ দরিদ্রদের উপর স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে এবং উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য যে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার প্রেক্ষাপটে প্রভাবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য নীতি

গ্রামীণ দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সাহায্য করার সুযোগ রয়েছে এমন নীতিগুলি ডিজাইন করতে, নীতির ফোকাস চারটি প্রধান গোষ্ঠীর উপর হওয়া উচিত:

- **ক্ষুদ্র জমির মালিক** যারা তাদের জমি চাষ করে;
- **ভূমিহীন প্রজারা** যারা অন্যের জমি চাষ করে;
- **ভূমিহীন শ্রমিক** যারা খামার বা খামার খাতে নৈমিত্তিক বা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল; এবং
- **নারী** , যারা পূর্ববর্তী তিনটি গোষ্ঠীর যেকোনো একটি অংশ হতে পারে।

এই সমস্ত গোষ্ঠী ভাল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা থেকে উপকৃত হবে-যা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং ভর্তুকিহীন মূল্য বজায় রাখে-কারণ এটি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহজতর করে। বলা বাহুল্য, অন্যায্য আইন বা বিদ্যমান আইনের দুর্বল প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দরিদ্রদের বাদ দেওয়া এবং সরকারি খাতে ব্যাপক দুর্নীতি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য কম ক্ষতিকর নয়।

নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জন গ্রামীণ দারিদ্র্য কমানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। গ্রামীণ দরিদ্রদের উপর এই ধরনের প্রচেষ্টার প্রভাব অবশ্য প্রাথমিক অবস্থা, প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এবং প্রণোদনার উপর নির্ভর করে। গবেষণা দেখায় যে কৃষি স্থবিরতা সাব-সাহারান আফ্রিকার গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্যের ঘাটতি এবং উচ্চ মূল্যের কারণে ক্ষতি করেছে যা তাদের খাদ্য কেনার এবং কাজ খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করেছে। বিপরীতভাবে, সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দ্রুত কৃষি অগ্রগতি দক্ষিণ

এশিয়ার কিছু অংশে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। গবেষকরা দেখেছেন যে উচ্চ ফসলের ফলন গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা এবং গ্রামীণ দারিদ্রের তীব্রতা উভয়ই হ্রাস করে। কিন্তু কিছু শর্ত পূরণ হলেই এই প্রভাবগুলি শক্তিশালী:

- ভূমি এবং পুঁজিবাজারগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের (কৃষি জমি) মালিকানার উচ্চ ঘনত্বের দ্বারা বিকৃত হয় না, যার মধ্যে অন্যায্য প্রজাস্বত্ব চুক্তি এবং পুঁজিবাজারে দমন (অর্থায়নে সীমিত অ্যাক্সেস সহ);
- মূল্য, কর, এবং বিনিময় হারের উপর পাবলিক নীতি কৃষিকে শাস্তি দেয় না এবং শ্রম বাস্তুচ্যুতিকে উত্সাহিত বা ভর্তুকি দেয় না;
- মৌলিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সরকারী বিনিয়োগ বেশি এবং কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়; কৃষকের সাক্ষরতা এবং সুস্বাস্থ্য খামারের উৎপাদনশীলতার উপর দারুণ প্রভাব ফেলে;
- কৃষি গবেষণার জন্য সরকারী খাতের সহায়তা শক্তিশালী এবং ফলস্বরূপ উন্নতিগুলি ছোট কৃষকদের জন্য উপলব্ধ করা কার্যকর;
- ভৌত মূলধন, যেমন সেচ ব্যবস্থা, প্রবেশ পথ, পর্যাপ্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়;
- নিরাপত্তা জাল এবং সামাজিক সহায়তা অত্যন্ত দরিদ্রদের জন্য, বিশেষ করে ভূমিহীন (নৈমিত্তিক) শ্রমিক এবং গ্রামীণ মহিলাদের জন্য, গণপূর্ত কর্মসূচী, ক্ষুদ্রঋণ, এবং খাদ্য ভর্তুকি আকারে পাওয়া যায়; এবং
- সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং সুবিধার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ দরিদ্ররা সরাসরি শনাক্তকরণ, নকশা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে জড়িত।

যেহেতু গ্রামীণ দরিদ্ররা একটি বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠী, তাই আমাদের বুঝতে হবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং নীতিগুলি কীভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। তিনটি প্রধান উপায় যেখানে নীতিগুলি গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রভাবিত করে তা হল *বাজার* , *অবকাঠামো* (সরকারি পরিষেবা সহ), এবং *স্থানান্তর* ।

গ্রামীণ দরিদ্ররা যে বাজারগুলিতে অংশগ্রহণ করে সেগুলি হল পণ্য, ইনপুট (শ্রম এবং অশ্রমিক), এবং অর্থের জন্য (আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উত্স থেকে ) । এই বাজারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ এলাকার অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।

গ্রামীণ সেক্টরের উৎপাদনশীলতা এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক (পরিবহন, যোগাযোগ, সম্প্রসারণ পরিষেবা এবং সেচ) এবং সামাজিক (শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জল এবং স্যানিটেশন ) । প্রদত্ত যে একটি দেশের অবকাঠামোর বেশিরভাগ উপাদান সরকারী তহবিলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়, ব্যয়ের স্তর, ব্যয় কার্যকারিতা, পরিষেবার মান এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের অবকাঠামো এবং পাবলিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস গ্রামীণ এলাকায় মানব পুঁজি এবং উত্পাদনশীলতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

**স্থানান্তর** , যা ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন, প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক ধাক্কাগুলির বিরুদ্ধে কিছু বীমা প্রদান করে। বেশিরভাগ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার, বর্ধিত পরিবার এবং অন্যান্য আত্মীয়তার গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিগত স্থানান্তরের উপর নির্ভর করে। পাবলিক ট্রান্সফার ভূমি, পাবলিক ওয়ার্ক প্রকল্পে কর্মসংস্থান, এবং ইনপুট এবং কিছু ভোক্তা পণ্যের জন্য লক্ষ্যযুক্ত ভর্তুকির মতো সম্পদের পুনর্বণ্টনের রূপ নিতে পারে। এই স্থানান্তরগুলি ব্যক্তিগত স্থানান্তরের পরিপূরক বা স্থানচ্যুত করে, পলিসি ইন্সট্রুমেন্ট এবং এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই চ্যানেলগুলি—বাজার, অবকাঠামো, এবং স্থানান্তর—গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য একইভাবে কাজ করে না কারণ প্রতিটি গোষ্ঠীর অর্থনীতির সাথে আলাদা আলাদা লিঙ্ক রয়েছে।

### গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতির মূল উপাদান

সুতরাং, গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য একটি নীতি তৈরি করার সময় মূল উপাদানগুলি কী কী?

প্রতিযোগিতামূলক বাজার, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোতে পাবলিক বিনিয়োগ

প্রতিযোগিতামূলক বাজার, সামাষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোতে পাবলিক বিনিয়োগ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। উপরন্তু, গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য একটি কৌশলের প্রথম প্রয়োজনীয়তা হল গ্রামীণ খাতে যারা কৃষি উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় নিয়োজিত তাদের জন্য সক্ষম পরিবেশ এবং সংস্থান সরবরাহ করা।

গ্রামীণ দারিদ্র্য কমাতে সরকার, বেসরকারি (লাভের জন্য) খাত এবং সুশীল সমাজ-কে জড়িত জাতীয় কৌশলগুলির জন্য অন্যান্য নীতির উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে:

- **তথ্য সংগ্রহ** . গ্রামীণ দরিদ্ররা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তারা একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়। অতএব, তারা যে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি টেকসই প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে সেগুলি পর্যাপ্তভাবে সমাধান করা যায়।
- **সম্পদ নির্মাণে মনোযোগ দিন।** সরকারকে মূল্যায়ন করা উচিত যে দরিদ্রদের আরও বেশি উপার্জন করতে সাহায্য করার জন্য কোন সম্পদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটি হতে পারে কৃষি জমি বা অন্যান্য সম্পদ, ঋণের অ্যাক্সেস, বা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি। কাঁচা শ্রমের উপর নির্ভরশীলতা, অন্যান্য সম্পদ নির্মাণের উপর মনোযোগ না দিয়ে, ক্রমাগত দারিদ্র্যের একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
- **পর্যাপ্ত জমি ও পানির অধিকার** । গ্রামীণ দারিদ্র্য কমানোর জন্য একটি বিস্তৃত-ভিত্তিক ভূমি সংস্কার কর্মসূচি-জমি শিরোনাম, ভূমি পুনঃবন্টন এবং ন্যায্য ও প্রয়োগযোগ্য প্রজাস্বত্ব চুক্তি-সহ গুরুত্বপূর্ণ। এটি ক্ষুদ্র (প্রান্তিক) জমির মালিক এবং ভাড়াটেদের আরও দক্ষ উৎপাদনকারী করে তুলতে পারে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারে।
- **মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা এবং সাক্ষরতা।** গ্রামীণ দরিদ্রদের তাদের মানব পুঁজি তৈরি এবং শক্তিশালী করতে হবে যাতে তারা দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং অর্থনীতি ও সমাজে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা (টিকাকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং পরিবার পরিকল্পনা) এবং শিক্ষা (সাক্ষরতা, স্কুলিং, এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ) - বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য - অপরিহার্য বিল্ডিং ব্লক এবং যুক্তিসঙ্গত খরচে অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়া উচিত।
- **স্থানীয় সম্পৃক্ততা।** স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলিকে সর্বোত্তমভাবে অর্থায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে যদি লক্ষ্য গোষ্ঠীগুলি নকশা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে জড়িত থাকে।
- **অবকাঠামো প্রদান।** দেশের ভৌত অবকাঠামো (সেচ, পরিবহন, এবং যোগাযোগ) এবং সহায়তা পরিষেবা (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিমাণ বা গুণমান যদি হয় গ্রামীণ দরিদ্ররা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারে না, যার মধ্যে মানব পুঁজিও রয়েছে। অপর্যাপ্ত। সামাজিক এবং ভৌত অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলি সর্বোত্তমভাবে অর্থায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে-অর্থাৎ, সেগুলি সাশ্রয়ী এবং যুক্তিসঙ্গত মানের হবে-যদি লক্ষ্য গোষ্ঠীগুলি তাদের ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জড়িত থাকে। তাদের জন্য দায়ী সরকারি কর্মকর্তারা।
- **টার্গেটেড ক্রেডিট** । ঋণের অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক উত্সগুলি প্রায়শই গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য খুব ব্যয়বহুল বা অনুপলব্ধ। লক্ষ্যযুক্ত পাবলিক সেক্টর গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচি, বিশেষ করে যদি সেগুলি ভর্তুকি দেওয়া হয়, দরিদ্রদের তুলনায় অদরিদ্রদের অনেক বেশি উপকৃত হয়। দরিদ্ররা ক্রেডিট চায় যা গ্রহণযোগ্য শর্তে পাওয়া যায় এবং যখন তাদের প্রয়োজন হয়। সম্প্রদায়-ভিত্তিক ক্রেডিট প্রোগ্রামগুলির সাথে সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলি, যেখানে দরিদ্ররা সক্রিয়ভাবে ঋণদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে যা সমবয়সীদের জবাবদিহিতার সাপেক্ষে, যুক্তিসঙ্গত খরচে লক্ষ্য গোষ্ঠীতে পৌঁছতে

(সাক্ষরতা, স্কুলিং, এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ) - বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য - অপরিহার্য বিল্ডিং ব্লক এবং যুক্তিসঙ্গত খরচে অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়া উচিত।

- **স্থানীয় সম্পৃক্ততা।** স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলিকে সর্বোত্তমভাবে অর্থায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে যদি লক্ষ্য গোষ্ঠীগুলি নকশা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে জড়িত থাকে।
- **অবকাঠামো প্রদান।** দেশের ভৌত অবকাঠামো (সেচ, পরিবহন, এবং যোগাযোগ) এবং সহায়তা পরিষেবা (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিমাণ বা গুণমান যদি হয় গ্রামীণ দরিদ্ররা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারে না, যার মধ্যে মানব পুঁজিও রয়েছে। অপর্যাপ্ত। সামাজিক এবং ভৌত অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলি সর্বোত্তমভাবে অর্থায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে-অর্থাৎ, সেগুলি সাশ্রয়ী এবং যুক্তিসঙ্গত মানের হবে-যদি লক্ষ্য গোষ্ঠীগুলি তাদের ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জড়িত থাকে। তাদের জন্য দায়ী সরকারি কর্মকর্তারা।
- **টার্গেটেড ক্রেডিট** । ঋণের অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক উত্সগুলি প্রায়শই গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য খুব ব্যয়বহুল বা অনুপলব্ধ। লক্ষ্যযুক্ত পাবলিক সেক্টর গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচি, বিশেষ করে যদি সেগুলি ভর্তুকি দেওয়া হয়, দরিদ্রদের তুলনায় অদরিদ্রদের অনেক বেশি উপকৃত হয়। দরিদ্ররা ক্রেডিট চায় যা গ্রহণযোগ্য শর্তে পাওয়া যায় এবং যখন তাদের প্রয়োজন হয়। সম্প্রদায়-ভিত্তিক ক্রেডিট প্রোগ্রামগুলির সাথে সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলি, যেখানে দরিদ্ররা সক্রিয়ভাবে ঋণদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে যা সমবয়সীদের জবাবদিহিতার সাপেক্ষে, যুক্তিসঙ্গত খরচে লক্ষ্য গোষ্ঠীতে পৌঁছতে সফল হয়েছে।
- **গণপূর্ত.** গ্রামীণ দরিদ্রদের একটি বড় এবং ক্রমবর্ধমান অনুপাত মজুরি শ্রমের উপর নির্ভর করে, কারণ তাদের হয় কাঁচা শ্রম ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নেই বা খুব কম সম্পদ: সীমিত পরিমাণ জমি এবং গৃহপালিত পশু। একটি নমনীয় পাবলিক ওয়ার্ক প্রোগ্রাম কাছাকাছি ভূমিহীন এবং ভূমিহীনদের গৃহস্থালির খরচ মসৃণ করতে এবং ক্ষণস্থায়ী দারিদ্র্য এড়াতে সাহায্য করতে পারে। যদি এটি টেকসই ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়, তবে এটি গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্রদের দর কষাকষির ক্ষমতাকেও শক্তিশালী করতে পারে।
- **বিকেন্দ্রীভূত খাদ্য কর্মসূচি।** কিছু গ্রামীণ দরিদ্র, ব্যক্তি এবং পরিবার উভয়ই, বেশিরভাগ সময় অপর্যাপ্ত পুষ্টিতে ভোগে। তাদের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তাদের বিভিন্ন ধরণের সমর্থন প্রয়োজন। এই খাদ্য সম্পূরক প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক এবং কমিউনিটি সেন্টারের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়; এবং নগদ স্থানান্তর। বিকেন্দ্রীভূত এবং লক্ষ্যযুক্ত প্রোগ্রামগুলি সর্বোত্তম কাজ বলে মনে হচ্ছে।

**লেখকের তথ্য**

**মাহমুদ হাসান খান** সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটির (বার্নাবি, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা) অর্থনীতির অধ্যাপক। যখন এই পুস্তিকাটির উপর ভিত্তি করে কাগজটি তৈরি করা হয়েছিল, তখন তিনি আইএমএফ ইনস্টিটিউটের একজন ভিজিটিং স্কলার ছিলেন।